হামাস-ইসরায়েল ঐকমত্যে ট্রাম্পের শান্তি পরিকল্পনার প্রথম ধাপ বাস্তবায়ন



সংগৃহীত ছবি

মার্কিন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রস্তাবিত ‘শান্তি পরিকল্পনা’র প্রথম ধাপে সম্মত হয়েছে ইসরায়েল ও হামাস। এই চুক্তির আওতায় মুক্তি পাবে বন্দি ও জিম্মিরা, গাজা থেকে সেনা প্রত্যাহার করবে ইসরায়েল এবং মানবিক ত্রাণ প্রবেশের পথ খুলে দেওয়া হবে।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রস্তাবিত ‘শান্তি পরিকল্পনা’র প্রথম ধাপ বাস্তবায়নে সম্মতি দিয়েছে ইসরায়েল ও হামাস। বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) বার্তাসংস্থা রয়টার্স এক প্রতিবেদনে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প জানান, গাজায় স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই চুক্তির প্রথম ধাপ বাস্তবায়িত হবে। তিনি বলেন, “সব পক্ষই পাবে ন্যায্যতা।” পরিকল্পনার মধ্যস্থতায় সহযোগিতার জন্য কাতার, মিশর ও তুরস্ককে ধন্যবাদ জানান ট্রাম্প। তিনি আরও জানান, চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে যোগ দিতে শনিবার বা রোববার মিশর যেতে পারেন।

রয়টার্স জানায়, হামাস-ইসরায়েল চুক্তির শর্ত অনুযায়ী মুক্তি দেওয়া হবে সব ইসরায়েলি জিম্মিকে। এর বিনিময়ে ইসরায়েলও নির্দিষ্ট সংখ্যক ফিলিস্তিনি বন্দিকে মুক্তি দেবে। এছাড়া, গাজার নির্দিষ্ট সীমান্ত এলাকা থেকে সেনা প্রত্যাহার করবে তেলআবিব, এবং উপত্যকায় মানবিক ত্রাণ প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে।

তবে ইসরায়েল যেন চুক্তির সব শর্ত মেনে চলে, সে বিষয়ে ট্রাম্পের কাছ থেকে নিশ্চয়তা চেয়েছে হামাস। অন্যদিকে, এক্স হ্যান্ডলে দেওয়া বার্তায় ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু একে ‘ইসরায়েলের জন্য একটি বড় দিন’ বলে মন্তব্য করেছেন।